যায়যায়দিন

তারিখ 14 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

তুরস্কের শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন

ড. মাইমুল আহসান খান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্ককে নাম দেয়া হয় ইউরোপের রুগ্ণ মানব হিসেবে। ইংরেজরা তুর্কিদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায় ইস্তাম্বুলসহ ইউরোপীয় অংশ। বর্তমান তুরস্ক রাষ্ট্রটির এক দশমাংশের মতো ইউরোপীয় ভূখণ্ডে অবস্থিত। তাই এটি এখনো ইউরোপীয় রাষ্ট্র বলেই পরিচিত। অবশ্য তুরস্কের ইইউ অন্তর্ভুক্তি এখনো ঝুলে আছে ও থাকবে হয়তো আরো বহু বছর।

এশিয়া ও ইউরোপের সংযোগকারী রাষ্ট্র হিসেবে তুরস্কের স্ট্রাটেজিক মূল্য অত্যন্ত বেশি। তাই হয়তো একে করা হয়েছে নেটোর সদস্য।

নেটোর সদস্য হওয়ার পরই যেন পশ্চিমা বিশ্ব আবিষ্কার করলো যে, দেশটিতে দীর্ঘদিন ধরেই বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুপস্থিত। শুধু তা-ই নয়, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তুরস্কের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা সোভিয়েত স্টালিনি অবস্থার চেয়েও নিকৃষ্ট স্তরে নেমে যায়।

সে কারণেই কি না জানি না, বিশ্বজুড়ে স্নায়ুযুদ্ধের শুরুতেই তুর্কিদের জন্য বহুদলীয় গণতন্ত্র চর্চার দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করা হলো। অবশ্য উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং চরম ধর্মবিদ্বেষী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার পুরোটা জিইয়ে রেখে দেখা হয় সামরিকতন্ত্র। তবু গণতন্ত্রকে তাত্ত্বিকভাবে স্বীকার করে নেয়া হলো। এটিইবা কম কোথায়! তখনকার দিনে প্রথমবারের মতো আবার প্রকাশ্যে আজান দেয়ার অনুমতি দেয়া হলো। শিক্ষাব্যবস্থায় সুযোগ দেয়া হলো বহুমাত্রিকতার। উগ্রতা পরিহার করে নমনীয় হওয়ার কিছুটা সুযোগ সৃষ্টি হলো। শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের সৃষ্টিশীল মন ও মেধার প্রয়োগ ঘটিয়ে ভদ্র ও নমনীয় হতে দীক্ষা দেয়া। অথচ ভদ্রতা ও নমনীয়তা হচ্ছে বর্তমানে কেবলই দুর্বলতার লক্ষণ। এদিক থেকে তুরস্কে পাকিস্তান এবং আমরাসহ অনেক রাষ্ট্রই উগ্রতাকেই সাধুবাদ জানিয়ে আসছি দীর্ঘদিন ধরে। এর ফলও আমরা জীবনযাপন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভোগ করছি।

তুরস্ক রাষ্ট্র এবং তুর্কিরা মুসলমান হিসেবে ধর্মবিরোধী উন্মাদনা ও জাতীয়তাবাদী কট্টরপন্থিতার শিকার দীর্ঘদিন। এর বিপরীতে কোনো কোনো রাষ্ট্র আবার ধর্মীয় উন্মাদনারও শিকার বটে। অথচ শান্তির ধর্ম হিসেবে ইসলাম সব ধরনের উন্মাদনা বিরোধী একটি সর্বজনীন সভ্যতার ধারক ও বাহক। তুর্কিরা প্রায় পাচশ বছর মুসলিম বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে। ১৪৫৪ সালে ইস্তাম্বুলের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ বছরগুলো পর্যন্ত তুর্কি মুসলমানদের কর্তৃত্বের কাহিনী বহন করে চলেছে তুরস্কের অসংখ্য স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক নিদর্শন।

আরব ও ইরানিদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী উন্মাদনায় মত্ত হতে গিয়ে তুরস্ক হয়েছিল ক্ষীণবল। সে সুযোগে রাশিয়া ও বৃটিশ রাজ তুরস্ককে করেছিল একঘরে। মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন তুরস্ক সবদিক থেকেই পিছিয়ে পড়েছিল। রুশরা বিশাল ভূখণ্ড কেড়ে নিয়েছিল তুর্কি ও ইরানি মুসলমানদের হাত থেকে। এতো কিছুর মূল কারণ কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিদ্যাচর্চায় সার্বিকভাবে মুসলমানদের অনগ্রসরতা। পঞ্চাশের দশকের পর তুর্কিদের মধ্যে নিজেদের পশ্চাৎমুখিতার ব্যাপারে আত্মজিজ্ঞাসার এক প্রবল জড়ো হওয়া বইতে শুরু করে।

আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মসমালোচনা এ পথ ধরেই তুর্কিরা ঠিক করে যে, তাদের সর্বাগ্রে জ্ঞান সাধনা ও বিদ্যা শিক্ষায় ব্রতী হতে হবে। এরই মধ্যে ঘটে যায় দুটি বড় ধরনের ঐতিহাসিক ঘটনা, যা তুর্কি মানসিকতাকে আবার দারুণভাবে ধাক্কা দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তান দখল ও ইরানের ইসলামী বিপ্লব কোনোটাই তুর্কিরা মেনে নিতে পারছিল না। তুর্কিদের সঙ্গে আফগান ও ইরানি মুসলমানদের ইতিমধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তারপরও মুসলিম বিশ্বের এসব ঘটনাপ্রবাহ তুর্কি মানসকে বিব্রত ও চিন্তিত করলেও আবারো গতি লাভ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায়। তুর্কি ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার ছড়িয়ে পড়ে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পুরো ভূখণ্ডে।

মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোতে তুর্কিদের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়িক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রথম দিকে বিপুলভাবে সমাদৃত হলেও, পরে ওইসব দেশের মাত্রারিক্ত পাশ্চাত্যমুখিতা তুর্কিদের বিশেষভাবে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলে। তুরস্ককেও রাশিয়ার মতো ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেড়াতে হবে- এ চিন্তা থেকেই তুর্কিরা নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গড়ে তুলে পাশ্চাত্যের প্রতিযোগী হিসেবে। বিদ্যাচর্চায় তুর্কিদের মধ্যে প্রতিযোগিতার এ মনোভাব তুরস্ক জাতিকে আলোড়িত করে। তুর্কিরা শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে নিজস্ব সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে জুড়ে দিতে শুরু করে। সামগ্রিকভাবেই মানুষ গড়ার কাজে নেমে পড়ে তুর্কি বুদ্ধিজীবী ও মানবীয় মূল্যবোধের পূজারির এক বিরাট অংশ। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধের এক ধরনের সাংঘর্ষিক অবস্থান রয়েছে- এ কথা তুর্কি মুসলমানরাই অন্য মুসলমানদের চেয়ে ভালো বোঝে। তুর্কিদের মূল্যবোধ ভিত্তিক এ আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি জার্মানি ও রাশিয়ায় সমাদৃত হলে অন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো এখনো মূল্যবোধ ভিত্তিক বিশেষ পদ্ধতির লেখাপড়াকে তেমন একটা আমলে নিচ্ছে না।

তুর্কিরা এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাঁচ শতাধিক আন্তর্জাতিক স্কুল পরিচালনা করে চলছে সাফল্যের সঙ্গে। রাশিয়া তুর্কিদের বেশকিছু স্কুল বন্ধ করে দিতে গেলে রুশরাই আবার মামলা-মকদ্দমা করে ওইসব স্কুল চালুর ব্যবস্থা করে। অবশ্য উজবেকিস্তানে তুর্কিদের দ্বারা পরিচালিত চল্লিশ স্কুলের সবগুলোই বন্ধ করে দেয়া হয়। এতে উজবেক সাধারণ মুসলমানরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তুর্কিদের সঙ্গে এখন আর পোশাকি ইসলামের কদর নেই। বেশভূষায় তুর্কি এখন একেবারেই ইউরোপীয়। তবু তুর্কি উগ্রবাদী ও ধর্মবিরোধীরা মেয়েদের মাথায় স্কার্ফ বেঁধে বিশ্ববিদ্যালয় বা অফিসে চাকরি-বাকরি করতে দেয় না। ধর্মবিরোধী ও নিজস্ব স্বকীয়তার প্রতি দারুণ এ সরকারি যাঁতাকলে পড়ে তুর্কিরা ইসলামী ধ্যান-ধারণাকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা ও শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে জড়িত জনগোষ্ঠীতে দুর্নীতিমুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টায় লিপ্ত। এ চেষ্টার পক্ষ ধরেই জনগণের বিপুল ভোটে ক্ষমতায় আসতে শুরু করে তথাকথিত ইসলামপন্থী দলগুলো। তুর্কি ইসলামপন্থী ওইসব দলের সঙ্গে পাকিস্তান বা বাংলাদেশে ইসলামের নামে রাজনীতি করা লোকজনের ফারাক খুবই বেশি।

মুখে ইসলামের কোনো স্লোগান না দিয়েই রাষ্ট্র, সমাজ ও জনগণের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করা তুর্কিদের কাছে ইসলামী জীবনযাপন অসম্ভব। আর ওই জীবন পদ্ধতি ধারণের জন্য অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হওয়ার কোনোই বিকল্প নেই। যেহেতু তুর্কিদের হাতে আবারো ইরানিদের মতো তেল ও গ্যাস মজুদ নেই, তাই জনসম্পদকে কাজে লাগানোর কোনো বিকল্পও তুর্কিদের ছিল না বা এখনো নেই।

দুই দশক ধরে তুরস্কের শিক্ষাব্যবস্থাকে বেসরকারিভাবে বিতর্কিত হতে দেয়া হয়। ত্রিশ বছর আগ পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার ওপর সরকারি কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ছিল একচ্ছত্র। অথচ এখন তুর্কি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যন্ত সর্বত্রই বেসরকারিভাবে আয়োজিত শিক্ষার গুণগত মান নানাদিক থেকেই অনুকরণীয় হতে পারে। প্রায় চারশ বিশ্ববিদ্যালয় বা এর মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনটি যে সরকারি আর কোনটি সরকারি নয়, তা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। কারণ এর অনেকগুলোতেই এখন বহু বিদেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী বা পশ্চাতমুখিতার প্রতি যেন গড়ে উঠেছে ধিক্কার।

এমনিতে তুর্কি ভিসা পাওয়া কঠিন। তবে তুর্কি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারলে ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হচ্ছে তুর্কিদের বর্তমান জীবনযাপনের মান। তুর্কি লিরার মান এখন প্রায় মার্কিন ডলারের সমমানের। তুর্কি লিরা এখন বাংলাদেশি মুদ্রায় ৫০ থেকে ৫৫ টাকা। খাবার-দাবারের মূল্যও খুব বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলেও প্রচুর টাকা-কড়ি খরচ হয়। তবে অধিকাংশ তুর্কিদের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন যথেষ্ট ভালো। অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো বেকারত্ব বা ক্ষুধার ভয়ে তাড়িত মানুষের সংখ্যা খুব একটা বেশি নেই। জীবনযাপন বেশকিছু ইউরোপীয় দেশের চেয়েও ভালো বলা চলে। তার চেয়েও বড় বিষয় তুর্কি মুসলমান এখন শিক্ষা-দীক্ষার ঈর্ষণীয় উন্নতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছে।

সরকারের ওপর নির্ভর করলে কোনো কালেই কোনো জাতি শিক্ষা-দীক্ষায় বড় হতে পারে না। সরকার যেমন সবাইকে চাকরি জোগান দিতে পারে না; পারে না অন্ন-বস্ত্রের সুন্দর ব্যবস্থা করতে, তেমনি পারে না কোনো জাতিকে ভালো শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করে দিতে। সরকার শুধু পারে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার মতো সঠিক ব্যবস্থাপনা ঠিক করতে। ওই কাজটি সরকার করে দিলেই এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে দিলেই সৃজনশীল কোনো জনগোষ্ঠী বা জাতি এমনিতেই সঠিক দিকনির্দেশনা লাভ করতে সমর্থ হয়।

তুর্কিরা এখন আর রুগ্ণ জাতির অপবাদ নিয়ে বাঁচতে চায় না, তারা এখন হয়ে উঠতে চায় ইউরোপীয় মানবতাবাদের ধারক ও বাহক। খুব শিগগির ইউরোপীয় জীবনযাত্রায় বড় ধরনের বিপর্যয় নেমে আসবে, যদি না তারা নিজেদের মূল্যবোধ সম্পর্কিত অধপতন থেকে বাঁচাতে পারে। ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা যেভাবে আমাদের মেধাশূন্য জাতিতে রূপান্তরিত করতে পেরেছে। তেমনটি কিন্তু তুর্কিদের ক্ষেত্রে ঘটেনি। আবার বর্তমানে তুর্কিরা ইংরেজ পদ্ধতিকে পরীশিক্ষিত ও পরিমার্জিত করে ব্যবহার করেও মানুষ গড়ার কাজে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলেছে দেশের ভেতর ও বাইরে।

তুর্কিরা এখন বাহ্যত সবার প্রতিই উদার এবং পোশাকি ইসলাম নিয়ে মত্ত হতে চায় না। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে উঠতে চায়। তবে চলার পথ মোটেও সহজ নয়। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, তুর্কিদেরও পাড়ি দিতে হবে আরো অনেক দূর সঠিক মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্যে। সৎ ও গুণী মানুষের কদর বৃদ্ধি না করে কোনো জাতিই বড় হতে পারে না- এ শিক্ষা যেন আজ তুর্কিদের মন-মগজে গভীরভাবে ঢুকে পড়েছে।

ড. মাইমুল আহসান খান: অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।